দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 07 OCT 2006
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

৪

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আতঙ্কে

দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ শতাধিক শিক্ষককে হত্যার হুমকি

শাহজাহান শুভ

অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জীবনধারা থমকে গেছে। গত মাসের শেষের দিকে দেশের বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর আফতাব আহমাদ নিজ বাসায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়ার পর দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ আরো প্রায় শতাধিক শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে বর্তমানে বিরাজ করছে এক অজানা আতঙ্ক। অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের দৈনন্দিন কাজকর্ম থমকে গেছে, ভাটা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ক্রিয়াকর্মেও। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সন্ধ্যার পর চলাফেরা সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে। যার কারণে শিক্ষক পরিবারগুলো যেন বুলি হারিয়ে ফেলেছে।

জানা গেছে, গত ১ মাসে দেশের প্রধান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় শতাধিক শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ওয়াকিল আহমদকে গত কয়েকদিন আগে অজ্ঞাত নম্বরে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়। জানা গেছে, এ হুমকির পর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তার চলাফেরায় সতর্কতা আনতে বলা হয়েছে। এরপর থেকে ভিসি তার রাতের কর্মসূচী বর্জন অব্যাহত রেখেছেন। অবৈধভাবে পদোন্নতি ও পছন্দের ব্যক্তিদের চাকরি না দেয়ায় গত বৃহস্পতিবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বিএনপিপন্থী দুই কর্মকর্তা ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও ট্রেজারার প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করীম এবং রেজিস্ট্রার ড. মুসলেম উদ্দিনকে শারীরিকভাবে ৫-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আতঙ্কে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লাঞ্ছিত করেছে এবং হত্যার হুমকি দিয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই তাদের দু'জনের পদোন্নতি, পছন্দের প্রার্থীদের চাকরি দেয়ার জন্য শাসিয়ে যায়।

একই দিন প্রফেসর আফতাব আহমাদের ভাগ্যবরণের কথা স্মরণ করিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেক স্বনামধন্য শিক্ষক ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রভোস্ট প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হককে। কে বা কারা হুমকি দিয়েছে এ ব্যাপারে প্রফেসর মোজাম্মেল হক কিছুই জানেন না বলে জানান। তবে কিছুদিন আগে হলের রড চুরি সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িতরা এ হুমকি দিতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১ মাসে প্রায় শতাধিক শিক্ষকের কাছে মোবাইলে চাঁদা দাবীসহ বিভিন্ন হুমকি দিয়েছে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা। এ ঘটনার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছেন শিক্ষকরা। এরপর গত ২৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আলতাফ হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তারা বাসায় ডেকে সতর্ক হয়ে চলার পরামর্শ দেন। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর নাশকতামূলক ঘটনা ঘটতে পারে বলে তিনি শিক্ষকদের জানান। জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস অরক্ষিত হওয়ার কারণে বারবার হুমকির শিকার হচ্ছেন শিক্ষকরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর কোন শিক্ষক হত্যাকাণ্ড না ঘটলেও জোট সরকারের সময়ে দু'জন শিক্ষক খুন হয়েছেন। এছাড়া হুমকির শিকার হয়েছেন অসংখ্য শিক্ষক।

এদিকে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ জাফর ইকবালসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষককে প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। উপর্যুপরি হুমকির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের অনেকেই এখন তাঁদের প্রিয় ক্যাম্পাসে আর নিরাপদ বোধ করছেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সালের শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে আহত করার পর থেকে এ হুমকির রেওয়াজ বেড়ে গেছে। এরপর দুই মাসের মধ্যেই মৃত্যুহুমকি পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১ জন শিক্ষক। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর হোসেন মনসুর, অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর নাসরীন খন্দকার, ড. মুনতাসির মামুন, ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম (এম এম আকাশ), শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের চারজন শিক্ষক- প্রফেসর সালমা আখতার, প্রফেসর ছিদ্দিকুর রহমান, সৈয়দ রুমনাজ ইমাম এবং নূরে আলম সিদ্দিকীকে হত্যার হুমকি দেয় অজ্ঞাত কিছু সন্ত্রাসী।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীকে একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর আবুল বারাকাত এবং চারুকলা ইনস্টিটিউটে কারু শিল্পী-শিক্ষক মরণ চাঁদ পালকেও হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে। এদিকে ভাষাতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. জীনাত ইমতিয়াজ আলী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর নওশের আলী খান ও বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের ডা. নূর মোহাম্মদের কাছে চাঁদা চেয়ে ফোনে হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি নতুন নয়। তবে বিভিন্ন সময়ে নানা ইস্যুতে এসব হুমকি দেয়া হয়েছে। স্বাধীন মত প্রকাশের কণ্ঠরোধ, নিয়োগ, পদোন্নতি, চাঁদা দাবীসহ বিভিন্ন কারণে হুমকি দেয়া হয়েছে। এসব হুমকির জন্য অতীতে মৌলবাদীদের দায়ী করা হয়েছে। তবে এসব তথাকথিত মৌলবাদীদের কোন হদিস পুলিশ পায়নি। যার ফলে হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা ব্যতীত কোন ঘটনার মূল রহস্য এখনো উদঘাটিত হয়নি। সরকারের প্রথম দিকে বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনের নামে হুমকি দিলেও ক্ষমতার শেষ পর্যায়ে এসে নিয়োগ, পদোন্নতি, চাঁদা এবং ব্যক্তিগত ক্ষোভের কারণে এসব হুমকি দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বারবার প্রাণনাশের হুমকি এবং হত্যার ঘটনা ঘটলেও অপরাধীরা বরাবরই পার পেয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকির ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিন বলেন, জোট সরকারের সময়ে ৪ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক খুন হয়েছেন, প্রাণনাশের হুমকি দেয়া হয়েছে অনেককে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ পর্যন্ত একটি অপরাধের হেতু বের করা সম্ভব হয়নি। এজন্য একই ধরনের অপরাধ বারবার সংঘটিত হচ্ছে। কেননা বিচার না হলে অপরাধ বাড়াটাই স্বাভাবিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মোঃ আখতারুজ্জামান এ ব্যাপারে ইনকিলাবকে বলেন, জোটের বঞ্চিতদের না পাওয়ার ক্ষোভের কারণে এসব হুমকি আসতে পারে। তাছাড়া বারবার শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন, হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন, মারা যাচ্ছেন- কোন ঘটনারই বিচার হয় না। যা অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ।

ঢাবি ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েজ বলেন, এ ব্যাপারে আমরা উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিরাপত্তার জন্য আরো কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

শিক্ষকদের অব্যাহত প্রাণনাশের হুমকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবীসহ সচেতন মহলকে দারুণ উৎকণ্ঠায় ফেলেছে। শিক্ষকদের বাক ও কাজের স্বাধীনতা হরণের অপচেষ্টা জাতির জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞ মহল।